গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
erd.gov.bd

মিডিয়া রিলিজ

সরকার মৎস্য খাতের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করতে প্রস্তুত

ঢাকা, ০১ আগস্ট ২০২৩: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এম পি বলেছেন যে দেশের মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে সরকার মৎস্য খাতের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করতে প্রস্তুত।

আজ রাজধানীর এন ই সি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে তিনি একথা বলেন। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এর সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্র্যাজুয়েশন প্রকল্প (এসএসজিপি) 'Fisheries Subsidies in the Context of LDC Graduation and Way Forward' শীর্ষক উক্ত কর্মশালার আয়োজন করে।

মৎস্য খাতের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের ব্যাপারে কর্মশালায় আনীত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট সকলে যদি এ ব্যাপারে সম্মিলিতভাবে আবেদন করেন, সরকার এই ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণসহ প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করবে। তবে মাননীয় মন্ত্রী এও উল্লেখ করেন যে এ ধরনের অর্থনৈতিক অঞ্চলের সাফল্য নির্ভর করে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিনিয়োগের উপর।

মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন যে সরকার গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ উৎসাহিতকরণের জন্য প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তিনি আরও জানান যে মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়নে মাছের মাত্রাতিরিক্ত আহরণ নিরুৎসাহিতকরণের জন্য সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মোঃ সামির সাত্তার এবং বাংলাদেশ ফ্রজেন ফুড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জনাব কাজী বেলায়েত হোসেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ইআরডি সচিব মিজ শরিফা খান।

উল্লেখ্য যে গত ২০২২ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের ১২তম সম্মেলনে Agreement on Fisheries Subsidies শীর্ষক একটি বহুজাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে উক্ত চুক্তিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ অবৈধ, অপ্রতিবেদিত ও অনিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে ভর্তুকি সীমিতকরণ, মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে ধরা হচ্ছে এধরনের প্রজাতির মাছ আহরণের ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, অনিয়ন্ত্রিতভাবে গভীর সমুদ্রে ধরা মাছের ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ইত্যাদি।

বাংলাদেশ যদিও সামুদ্রিক মাছের ক্ষেত্রে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য ভর্তুকি প্রদান করেনা, তা সত্ত্বেও স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর ওই সকল আংশিক ভর্তুকিসমূহ প্রদানের সুযোগ অনেক সীমিত হয়ে আসবে। এই প্রেক্ষাপটে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত Agreement on Fisheries Subsidies এবং এর প্রভাব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ, সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মৎস্য খাতের উপর স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সম্ভাব্য প্রভাব পর্যালোচনা ও সেই অনুযায়ী কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মতামত বিনিময়ের লক্ষ্যে কর্মশালাটি আয়োজন করা হয়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. নাহিদ রশীদ তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন সুনীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে সরকারি ও বেসরকারি খাতে আরও প্রচুর পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
erd.gov.bd

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মোঃ সামির সাত্তার তাঁর বক্তৃতায় উত্তরণ পরবর্তী সময়ে দেশের মৎস্য খাতে ভর্তুকি প্রত্যাহারের সম্ভাব্য প্রভাব কি হতে পারে তার উপর একটি সম্যক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার আহবান জানান। সেই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে তিনি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের পরবর্তী বৈঠকে এই ব্যাপারে ডব্লিউ টি ও-এর সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা চালানোর আহবান জানান।

বাংলাদেশ ফ্রজেন ফুড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জনাব কাজী বেলায়েত হোসেন তাঁর বক্তব্যে মৎস্য আহরণের উপকরণসমূহের আমদানি শুল্ক মওকুফের আহবান জানান। একই সাথে তিনি মৎস্য খাতে মুল্য সংযোজন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বন্ডেড ওয়ারহাউস সুবিধা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইআরডি সচিব মিজ শরিফা খান তাঁর বক্তৃতায় সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানোর জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কর্মশালার বিষয়বস্তুর উপর মূল উপস্থাপনা প্রদান করেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান। তিনি তাঁর উপস্থাপনায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার Agreement on Fisheries Subsidies এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে উক্ত চুক্তিটি এখনো পর্যন্ত ৪৪টি দেশ অনুমোদন করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার দুই তৃতীয়াংশ সদস্য এই চুক্তিটি অনুমোদন করলে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

জনাব রহমান তাঁর উপস্থাপনায় স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে প্রদত্ত নগদ ভর্তুকিসমূহ ২০২৬ সালের মধ্যে ক্রমশ প্রত্যাহারের আহবান জানান। তিনি পদ্ধতিগতভাবে মৎস্য আহরণের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানান। একই সাথে তিনি উত্তরণ পরবর্তী সময়ে মৎস্য খাতে নতুন ধরনের উদ্ভাবনমূলক ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ অনুসন্ধানের উপর জোর দেন।

কর্মশালায় প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তব্য রাখেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার মাহবুবুল হক, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সিটিউট-এর পরিচালক ড. মো. জুলফিকার আলী।

ইআরডি-এর অতিরিক্ত সচিব ও এসএসজিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরিদ আজিজ তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে উত্তরণ প্রক্রিয়াকে টেকসইকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরও অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে উল্লেখ করে বক্তাগণ এই ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কৃষি ও বাণিজ্যিক সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

End

For further information, please contact: Mehdi Musharraf Bhuiyan, Communication Specialist, SSGP, ERD via e-mail: mehdi.ldcgraduation@gmail.com or mob- 88 01715111313